JUN. 20 2002

দৈনিক সংবাদ

বেসরকারি স্কুল-কলেজের ইংরেজি শিক্ষকদের ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতন প্রাপ্তির জন্য আবেদন

ইংরেজি একটি গুরত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষা উচ্চশিক্ষা এবং বহির্বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকার। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের দেশের বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে ডিগ্রি পাস করে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ান অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষেই কঠিন। শিক্ষক নিয়োগের জন্য পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞপ্তি দিয়েও ভাল ইংরেজি শিক্ষক পাওয়া যায় না। তাই জাতীয়তাবাদী সরকার ৪-৯-৯৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শা. ১১/দাবি/শি. ১/৯৪(অংশ-২)/৩৮১ স্মারকে সরকারে পক্ষে এ. বি. এম মিজানুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব এক অধ্যাদেশ জারি করেন যে, 'বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে ৬০ বছর উর্ধ্ব ইংরেজি শিক্ষকের ৬৫ বছর পর্যন্ত নিয়োগ সরকার কর্তৃক বেতন-ভাতার অংশপ্রাপ্ত হবেন।

বর্ণিত অবস্থার পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের বিধিমালা অনুযায়ী স্কুল-কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত ইংরেজি শিক্ষকগণ ৬৫ বছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ও ভাতার অংশপ্রাপ্ত হবে। গত আওয়ামী লীগ সরকার তাদের কার্যকালের শেষ প্রান্তে মৌখিক আদেশে ডিজি শিক্ষা মহোদয়কে তাদের বেতন প্রদান স্থগিত করেন। সরকারি কোন আইন/অধ্যাদেশ মৌখিক আদেশে বন্ধ করা এবং সে সরকারের পতনের পরও মৌখিক আদেশ বলবৎ থাকা আইনগত সিদ্ধ নহে।

সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে পুনঃনিয়োগ পেয়ে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সত্ত্বেও বেতন-ভাতার টাকা না পেয়ে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে তাদের প্রণীত আইন চালু করে এ দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

শিবনাথ সরকার
প্রধান শিক্ষক
খাগড়ানা উচ্চ বিদ্যালয়
পাংশা, রাজবাড়ী।